দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 25 FEB 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 2 ...

040

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে অনিয়ম—৩

মুদ্রণ ক্রয় ও নির্মাণ কাজে যথাযথ বিধি মানা হচ্ছে না

॥ জাকারিয়া কাজল ॥

কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের মুদ্রণ, স্টেশনারী ক্রয় এবং নানাবিধ নির্মাণ ও মেরামত কাজে প্রচলিত নিয়মকানুন মানা হয় না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগে প্রকাশ, টেণ্ডারের প্রচলিত বিধি ছাড়াই বিশেষ মহলের আশীর্বাদপুষ্ট প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে এসব কাজ করানো হয়ে থাকে। বোর্ডের বিগত চেয়ারম্যান সাহেব কিছু কিছু মুদ্রণে পূর্বতন মূল্য অপেক্ষা কয়েকগুণ বেশী মূল্যে এসব কাজ সম্পাদন করেছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

প্রতি বছর আনুমানিক ছাত্র সংখ্যা হিসেবে বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন ফরম মুদ্রণ করা হয়ে

শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড

প্রথম পৃষ্ঠার পর

থাকে। রেজিস্ট্রেশন ফরম মুদ্রণের জন্য বোর্ড কর্ণফুলী পেপার মিল হতে লেজার কাগজ ক্রয় করে প্রেসকে কাগজ সরবরাহ করে। বিগত বছরগুলোতে দেখা গেছে যে, কুমিল্লার বিভিন্ন প্রেস প্রতি হাজার রেজিস্ট্রেশন ফরম মুদ্রণ বাবদ ১৮ হতে ২০ টাকা হারে দর গ্রহণ করে। প্রতি বছর মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এক লাখ হতে দেড় লাখ এবং উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ষাট হতে সত্তর হাজার রেজিস্ট্রেশন ফরম মুদ্রণ করা হয়ে থাকে। প্রতি এক লাখ রেজিস্ট্রেশন ফরম মুদ্রণের জন্য মুদ্রণ খরচ বাবদ বোর্ড কর্তৃপক্ষকে কুমিল্লাস্থ বিভিন্ন প্রেসকে ১৮শ' হতে ২ হাজার টাকা পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু প্রাক্তন চেয়ারম্যান ঢাকাস্থ একটি প্রেস হতে ১৬ হাজার টাকার বিনিময়ে ১ লাখ রেজিস্ট্রেশন ফরম মুদ্রণ করিয়েছেন। উল্লেখ্য, এ ক্ষেত্রেও লেজার কাগজ বোর্ডই সরবরাহ করেছে। কুমিল্লাস্থ প্রেসসমূহের চেয়ে প্রায় ৯ গুণ বেশী দামে ঢাকার প্রেস হতে ছাপিয়ে বিলও পরিশোধ করা হয়েছে। তাছাড়া কুমিল্লা হতে লেজার কাগজ ঢাকাস্থ প্রেসে নেয়া, মুদ্রণ কাজ সমাপ্তির পর ঢাকা হতে কুমিল্লা বোর্ডে আনা ইত্যাদি কাজের জন্য বোর্ডের গাড়ীর তেল খরচ, একজন ড্রাইভারের ও অফিসারের টিএ, ডিএ ইত্যাদিও পরিশোধ করতে হয়েছে। ফলত এ খরচ স্থানীয়ভাবে মুদ্রণ অপেক্ষা ১০ গুণেরও অধিক গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অপচয়ের কারণ কি— সংশ্লিষ্টদের তা জিজ্ঞাসা।